European Union's Thematic Programme for Environment and Sustainable Management of Natural Resources, Including Energy

Collective Action to Reduce Climate Disaster Risks and Enhancing Resilience of the Vulnerable Coastal Communities Around the Sundarbans in Bangladesh and India

Contract No. DCI-ENV/2010/221-426

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

সুন্দরবন : বিকল্প জীবিকা

Funded by
European Union

Implementaion
Bangladesh
India

Supported by

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

সুন্দরবন : বিকল্প জীবিকা

প্রথম প্রকাশ : ২০১৩

© ডি আর সি এস সি

রচনা || অংশুমান দাশ

সম্পাদনা || সুব্রত কুন্ডু

প্রচ্ছদ অভিজিত দাস || **হরফ** শিপ্রা দাস

|| **রূপ** অভিজিত দাস ও শিপ্রা দাস

অর্থ-সহযোগ : European Union

|| **ছবি** ডি আর সি এস সি

মুদ্রক ও প্রকাশক :

সোমজিতা চক্রবর্তী

ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার

৫৮ এ ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২

প্রাক্ কথা

ডি আর সি এস সি গত তিরিশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে পিছিয়ে পড়া মানুষের সঙ্গে খাদ্য ও জীবিকার নিরাপত্তার লক্ষ্যার্থে বিশেষভাবে কাজ করে চলেছে। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সুন্দরবনের উপকূলীয় অঞ্চলের বিপদাপন্ন মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করছে, বিশেষত যারা সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস সুন্দরবনের বিপদাপন্ন মানুষকে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভর করে বিকল্প জীবিকার ভাবনা ত্বরান্বিত করবে আশা করছি।

সোমজিতা চক্রবর্তী
সম্পাদক
ডি আর সি এস সি

আমরা জানি 'চাষবাস'। কিন্তু প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় এই ভাঙছে বাঁধ তো ওই আসছে ঝড়। এই জমি ডুবে গেল নোনা জলে-তো ওই উড়ে গেল বাড়ির চালা। চাষ এবং বাস দুই-ই এখন ঝুঁকির মুখে। তাই চাষবাস গুটিয়ে গ্রামের মানুষ শহরমুখী – রিক্সা টানা বা মোট বওয়া বা বাবুদের বাড়ি বাড়ি কাজ। মন কিন্তু পড়ে আছে সেই এক চিলতে উঠোনের কোণে লাউমাচার কাছে। চাষ এবং আয়ের যখন এই অবস্থা, তখন কি চাষ ছাড়া অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে আমরা কিছু করতে পারি না ?

কিন্তু বাপ-পিতামহের পেশা ছেড়ে নতুন পেশায় যাওয়া ঝুঁকিও আছে, এখানে যে সব বিকল্প পেশার কথা আলোচনা করা হল সেগুলি মূল পেশার সাথে সাথে শুরু করা যেতে পারে, যাতে মূল পেশার উপর নির্ভরতা কমে।

নার্সারি

বর্তমানে বাজারে ফুল, ফল, সবজি, গাছের চারার চাহিদার কথা মাথায় রেখে ব্যক্তিগতভাবে নার্সারি করলে আয়ের সম্ভাবনা প্রচুর। এ ব্যাপারে নাবার্ড, ব্যাঙ্ক, MGNREGA, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড / কিষাণ ক্লাব মারফৎ লাভদায়ী প্রকল্পের জন্য সাহায্য পাওয়া যেতে পারে।

নার্সারি করার জন্য জলের সুব্যবস্থা, ঘেরা জায়গা, কাজ করার জন্য ছাউনি ইত্যাদি প্রয়োজন। স্থানীয় ভাবে প্রচলিত ফল ও কাঠের গাছের নার্সারি মার্চ থেকে জুলাই - এই কয়েক মাসের কাজ। সবজির নার্সারি আরো কম জায়গায় মরশুম অনুযায়ী করা যায়।

মাশরুম চাষ

একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ছায়াযুক্ত জায়গা থাকলেই মাশরুম উৎপাদন করা যায়। বিশেষভাবে রোগী, শিশু, নিরামিষাশি এবং অন্য সকলের ক্ষেত্রেই মাশরুম খুবই পুষ্টিকর খাবার। তাই এর জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে বাড়ছে। মাশরুম চাষ করার জন্য কেবল প্রয়োজনীয় বিচন ভালো জায়গা থেকে সংগ্রহ করা দরকার।

খরগোশ পালন

খরগোশের মাংসও ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। মাংস ছাড়াও এর লোমও বিক্রি করা যায়। এর বংশবৃদ্ধির হার বেশি হওয়ায় ব্যাবসা তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে যায়।

খরগোশের রোগভোগ কম হয় - তবুও নিয়মিত টিকাকরণ প্রয়োজন। চাষ করতে গেলে এদের খাবারে জন্য প্রয়োজনীয় ঘাসপাতা ইত্যাদি নিজেই উৎপাদন করতে পারলে লাভের পরিমাণ বাড়বে।

কেঁচোসার তৈরি

জৈব চাষ সম্পর্কে চাষিদের মনে ইদানিং উৎসাহ এসেছে, কিন্তু সারের জোগানের অভাব আছে এখনও। এই সুযোগে কেঁচোসার তৈরি ও বিক্রি বিকল্প আয়ের উৎস হতে পারে। পঞ্চায়েত থেকে নানা সময়ে কেঁচোসার তৈরির জন্য স্বনির্ভর দলকে ১০০দিনের প্রকল্পের মাধ্যমে সাহায্য দেওয়া হয়। সার ছাড়াও কেঁচো বিক্রি করেও আয় হতে পারে।

মুড়ি উৎপাদন

এই ব্যাবসা দলগতভাবে করলে স্থানীয়ভাবেই আয় করা সম্ভব। ১০,০০০ টাকা খরচে আই আই টি খরগপুরে পাওয়া যায় মুড়ি ভাজার মেশিন। পুরোনো পদ্ধতিতে মুড়ি ভেজে এই ব্যাবসা শুরু করা যায়।

দেশী মুরগি পালন

দেশী মুরগির চাহিদা, দামও বেশি। পালনের খরচও কম। কেবল স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখতে নিয়মিত টিকাকরণ প্রয়োজন। দেশী মুরগী পোলট্রির মুরগির মত বদ্ধ অবস্থায় থাকতে পারে না। এদের জন্য বড় খাঁচা দরকার যার নিচের দিকটি খোলা অর্থাৎ যাতে সে মাটিতে খাবার খুঁটে খেতে পারে, প্রয়োজন মতো মাটি খুঁড়তে পারে। মুরগির বিষ্ঠা ঠিকমত জমিয়ে রাখলে তা দিয়ে তরলসার করে সবজি বাগানের ব্যবহার করা যায়।

ছাগল ও ভেড়া পালন

ছাগল ও ভেড়া পালনে খরচ কম, লাভ বেশি। ছাগল পোষার জন্য মাথায় রাখা দরকার যে, এরা শুকনো ও উঁচু জায়গা পছন্দ করে। এরা যদিও চরে খায় তবুও ভালো স্বাস্থ্যকর খাবার জোগানের জন্য নেপিয়ার জাতীয় কিছু উপযোগী ঘাস জমির আলে বা পতিত জায়গায় চাষ করা ভালো। ভেড়া সুন্দরবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে দ্রুত।

খেজুর গুড়

সুন্দরবনে প্রচুর খেজুর গাছ দেখা যায়। ফলে গাছ কেটে গুড় বানিয়ে আয়ের সম্ভাবনা তৈরি করা যায়। বছরের বিশেষ সময়ে, শীত পড়ার সময় থেকে শীতের মরশুম – এই ৪–৫ মাস, দলগত ভাবে গুড় ও পাটালি উৎপাদন করা যেতে পারে। দল উৎসাহ দেখালে খেজুরের পরে তালগুড়ও করা যায়। বাজারে এর চাহিদা প্রচুর।

মৌমাছি পালন

সুন্দরবন থেকে মধু সংগ্রহ করে এনে সংসার চলে অনেকের। কিন্তু ঘরের পাশে মৌমাছির কৃত্রিম চাক/বাক্স বসিয়েও মধু উৎপাদন করা যায়। যারা সরষে ইত্যাদি চাষ করেন তাদের জন্য অতিরিক্ত আয় হিসাবে মৌমাছি খুবই উপযোগী।

মাছের খাবার তৈরি

এই অঞ্চলের ভেড়িগুলির জন্য ও ব্যবসায়িকভাবে যারা মাছ চাষ করেন, তাদের জন্য মাছের খাবার তৈরির ব্যবসা করা যেতে পারে। মাছের খাবরের জন্য কাঁচামাল সাধারণভাবে পাওয়া গেলেও ট্যাবলেট অথবা সেউ-এর মত আকার দেওয়ার জন্য একটি স্বল্পমূল্যের মেশিন প্রয়োজন। যার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়া যায়। এই ব্যবসায়ে নামার আগে চাহিদা সংক্রান্ত সমীক্ষা করে নেওয়া প্রয়োজন।

সৌর শক্তির লন্ঠন তৈরি

বাজার থেকে কাঁচা মাল কিনে সৌরলন্ঠন বানানো একটি ভালো ব্যাবসা। মাধ্যমিক পাশ করা থাকলেই অল্প কিছু দিনের প্রশিক্ষণে এই ব্যাবসা শুরু করা যায়। যেহেতু সুন্দরবনে বিদ্যুৎব্যবস্থা অপ্রতুল, সৌরলন্ঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসাবে প্রচলিত। সরকারি ভাবেও নানা প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারণ জায়গায়, যেমন নদীর ঘাট, রাস্তা ইত্যাদি এবং বাড়ি বাড়ি সৌরলন্ঠন বিতরণের কাজও হয়েছে – অথচ সে রকম ভাবে মেরামতির সুযোগ তৈরি নেই। এখানে সৌরলন্ঠনসহ অন্যান্য সৌর প্রযুক্তির যন্ত্রের মেরামতিও আয়ের উৎস হতে পারে।

মশলা তৈরি

মশলার ঝাড়াই বাছাই এমন কি অল্প বিনিয়োগে গুড়ো করেও আয় করা যায়। অবশ্য এর সঙ্গে বাজারজাত করার সুবিধা থাকা দরকার। অনেকক্ষেত্রে যদি মশলা উৎপাদনেও এর সঙ্গে জুড়ে নেওয়া যায় তবে কাঁচা মালের উৎসের জন্যও ভাবতে হয় না।

কলাচাষ

সুন্দরবন কলার জন্য ভালো। পড়ে থাকা জায়গায়, পুকুরের পাড়ে কলা চাষ সুস্থায়ী আয়ের উৎস। এ ব্যাপারে প্রযুক্তিগত সাহায্য পাওয়া যেতে পারে বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি, নিমপীঠ থেকে। স্থানীয় বাজার ছাড়াও কাছাকাছি বড় বাজারে কলার বিক্রি হতে পারে প্রচুর।

এই ধরনের প্রশিক্ষণের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ ও নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমে যোগাযোগ করুন।

সংগঠন কথা

ডিআরসিএসসি ১৯৮২সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ তথা দেশের নানা জায়গায় উন্নয়নমূলক কাজ করে চলেছে। সংগঠনের লক্ষ্য, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ক্ষুদ্র-প্রান্তিক-ভূমিহীন কৃষকের খাদ্য ও কাজের জোগান সুনিশ্চিত করা। যে লক্ষ্যের পথ হবে সামাজিক ন্যায়-নির্ভর, সহভাগী, পরিবেশ-বান্ধব ও অর্থনৈতিক ভাবে উপযুক্ত।

কাজের পরিধি

১. সহভাগী প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে খাদ্য-গোখাদ্য-জ্বালানির জোগান সুনিশ্চিত করার পরিকাঠামো গড়ে তোলা।
২. দরিদ্র, বিশেষত অবহেলিত অংশের মানুষকে সংগঠিত করা ও দলগতভাবে 'সামূহিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা'।
৩. জলবায়ু বদল মোকাবিলা-প্রশমনে কার্যক্রম ও জলবায়ু বদল নিয়ে সচেতনতা প্রসার - গবেষণা সহযোগ।
৪. শিক্ষক, শিক্ষা সহায়ক ও কিশোদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলা ও বিকল্প আয়ের সুযোগ তৈরি।
৫. উন্নয়নের নানা বিকল্প ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো।
৬. তৃণমূল স্তরে ছোট ছোট সংগঠন গড়ে তোলা ও বর্তমান সংগঠনগুলির দক্ষতা বাড়ানো।
৭. উন্নয়ন নিয়ে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের জন্য তথ্য পরিষেবা।